সুরা ইয়াসীনে তিনজন রাসুল ও একজন ঈমানদারের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ সুরা ইয়াসীনে তিনজন রাসুল ও একজন ঈমানদারের ঘটনা

পবিত্র কোরআনের ১৩ নম্বর আয়াত থেকে ২৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৩ নম্বর আয়াত, ২৬ নম্বর আয়াত এবং ২৭ নম্বর আয়াতের আরবী text এবং বাংলা তরজমা পেশ করা হবে। বাকী আয়াতগুলোর শুধু বাংলা তরজমা পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ্।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجِيْمِ(1) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

(13) وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

তাদের নিকট বর্ণনা কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত। যাদের নিকট রসুলগণ এসেছিল।

যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু'জন রসুল কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললো; তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। সুতরাং তারা বলেছিলেনঃ আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

তারা বললোঃ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। দয়াময় (আল্লাহ) তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছো।

তারা বললোঃ আমাদের প্রতিপালক জানেন যে,আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।

তারা বললোঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তবে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে।

তারা (রাসুলগণ) বললেনঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই, এটা কি এজন্য যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে? বস্তুতঃ তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসলো, সে বললোঃ হে আমার সম্প্রদায়! রসুলদের অনুসরণ কর।

অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত।

আমার কি হয়েছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করবো না?

আমি কি তার পরিবর্তে অন্য মা’বুদ গ্রহণ করবো? দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সাফায়াত আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।

আমি অবশ্যই তখন স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো।

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শ্রবণ করো।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (1) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

(26) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

বলা হলো জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বললোঃ হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতো।

(27) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

(এ কথা)যে, আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে তিনি সম্মানিত করেছেন।

আমি তার (মৃত্যুর) পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং আমি প্রেরণকারীও ছিলাম না।

ওটা ছিল শুধুমাত্র একটা বিকট শব্দ। ফলে তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে জনপদের নাম, রসুলদের নাম এবং ঈমানদার ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি।আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য যদি নাম প্রকাশ করা জরুরী হতো, তবে

আল্লাহপাক অবশ্যই প্রকাশ করতেন। তবে কোন কোন তাফসীরকারক ঈমানদার ব্যক্তির নাম হাবীব নাজ্জার বলেছেন।

রসুল ও হাবীব নাজ্জারের ঘটনা থেকে শিক্ষনীয়

এক) মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে

দুই) দাওয়াতের প্রচেষ্টায় অবিচল থাকতে হবে।

তিন) ইসলামের দাওয়াত করতে থাকা অবস্থায় ঈমানদারকে যদি হত্যা করা হয়, তবে তিনি আল্লাহ তা'য়লার কাছে শহীদ হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং পুরষ্কৃত হবেন।

চার) হাবীব নাজ্জার জিবীত অবস্থায় মানুষের কল্যাণ কামণা করেছেন। মৃত্যুর পরও আক্ষেপ করে বলেছেন, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত, আমাকে আল্লাহ তা'য়লা জান্নাত দান করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন। তিনি মৃত্যুর আগেও জনগণের কল্যাণ কামণা করেছেন এবং মৃত্যুর পরেও জনগণের অকল্যাণ কামণা করেন নি।

আল্লাহ তা'য়লা আমাদেরকে দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন এবং দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

.....